ওসামা বিন লাদেনের পক্ষ হতে অ্যামেরিকানদের প্রতি চিঠি

২৪ নভেম্বর, ২০০২

অনুবাদকের কথাঃ

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম।

৯/১১ হামলার পর অ্যামেরিকা ও তাদের বন্ধুদের প্রকাশিত হাজারো মনগড়া সংবাদের ভিড়ে হারিয়ে গেছে হামলার প্রকৃত উদ্দেশ্য ও বিবৃতি, যা ওসামা বিন লাদেন (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) এর পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়েছিলো। অ্যামেরিকার দেখানো পথে হেঁটে যাওয়া একদল বাঙ্গালী কলামিষ্ট, যাদের দাবী হচ্ছে এই হামলা অ্যামেরিকারই একটি সাজানো নাটক যেন তারা মুসলিমদের উপর আক্রমণের সুযোগ পায়; এমন দাবী মুলত অ্যামেরিকাকে অপ্রতিরোধ্য ও শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে দেখানোর ঘৃণ্য কৌশল। কথিত বুদ্ধিজীবী কর্তৃক এমন মনগড়া থিউরির প্রকৃত উদ্দেশ্য মুসলিম যুবকের অন্তরে এই বিশ্বাস স্থাপন করা যে, মুসলিম জাতির পক্ষে অ্যামেরিকার মত সুরক্ষিত একটি রাষ্ট্রে আঘাত হানার শক্তি নেই। অথচ বিগত ২০ বছর ধরে এই দুর্বল জাতিই আফগানিস্তানে অ্যামেরিকান সেনাদের লাশের কফিন কার্গো বিমান ঠেসে ফেরত পাঠিয়েছে, অর্থনীতির কোমর ভেঙ্গে হাতে ঋণের থালা ধরিয়ে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করেছে। আফগানিস্তানে চরম অপমানিত হয়ে দেশে ফিরে অ্যামেরিকানরা তালেবানদের ব্যাপারে 'জঙ্গি' শব্দ ব্যবহার বন্ধ করেছে, তাদের 'যোদ্ধা' হিসেবে প্রচার করে শুরু করে দিয়েছে। কেননা এতোদিন তাদের অভিহিত 'জঙ্গী দমনে' তারা ব্যর্থতা স্বীকার করতে চায়না। যাইহোক, আফগানিস্তানের এই বিজয় পুরো জাতির বিজয়। মক্কা বিজয়ের পর মানুষ যেমন দলে দলে আল্লাহর সাহায্য প্রত্যক্ষ করে ইসলামের ছাঁইয়াতলে এসেছিলো, এখনও তাই হয়েছে। তালেবানদের সাধারণ ক্ষমা, বন্দীদের সাথে সম্মানজনক আচরণ আর সকল সমর বিশ্লেষণের বিরুদ্ধে বিজয় প্রমাণ করে দিয়েছে, আল্লাহ মুসলিমদের সাথেই আছেন।

৯/১১ হামলা ছিলো মুসলিম জাতির জন্য এই শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন ও সুদূরপ্রসারী একটি সিদ্ধান্তের প্রথম ধাপ, এর দূরদর্শিতা অ্যামেরিকা ঠিকই বুঝেছে, শুধু বোঝেনি অ্যামেরিকার নাগরিকত্ব প্রত্যাশী কিছু স্বার্থলোভী নামে মাত্র মুসলিম। নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, বিজয় আমাদের প্রাপ্য, শুধু আমাদের যা করতে হবে তা হলো এক আল্লাহর প্রতি পূর্ন আস্থা রেখে লড়াই চালিয়ে যাওয়া। নিজের ঘরে অ্যামেরিকান ড্রোন পড়ার আগেই আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। ইনশাআল্লাহ আমরা অ্যামেরিকার মাটিতে পা রাখবো; তবে ইমিগ্রেন্ট নয়, আল্লাহর সাহায্যে বিজয়ী হিসেবে।

এই চিঠিটি ওসামা বিন লাদেন (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) কর্তৃক ৯/১১ হামলার পর প্রকাশিত হয়েছিলো। সঙ্গত কারণেই আজ ২১ বছর পর এর প্রাসঙ্গিকতা খুঁজে পেয়েছে বিশ্ব। বাংলা ভাষাভাষী মানুষদের জন্য চিঠিটি বাংলায় অনুবাদ করা হলো। অনুবাদের ভুলভ্রান্তি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ করছি।

- মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল

"ওসামা বিন লাদেনের পক্ষ হতে অ্যামেরিকানদের প্রতি চিঠি"

২৪ নভেম্বর, ২০০২

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি।

"*কাফিররা যাদের প্রতি জুলুম ও অত্যাচার করেছে তাদের ঐ সকল কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের (মুমিনদের) সাহায্য করতে সক্ষম।" (সূরা হাজ্জ, ৩৯)*

"*ঈমানদাররা আল্লাহর পথে লড়াই করে এবং কাফিররা শয়তানের পথে লড়াই করে। সুতরাং শয়তানের অনুসারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করো। নিশ্চয়ই শয়তানের ষড়যন্ত্র অত্যন্ত দুর্বল।" (সূরা নিসা, ৭৬)*

আমরা কিসের ভিত্তিতে অ্যামেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি যেসব বিষয়ে অ্যামেরিকান লেখকদের অনেকেই অনেক কিছু লিখেছেন। কেউ কেউ কিছুটা সত্য অনুমান করেছেন, আবার কেউ কেউ মনগড়া তথ্য দিয়েছেন। আমরা আমাদের পক্ষ থেকে ব্যাপারগুলো আপনাদের কাছে স্পষ্ট করতে চাই এবং সেই সাথে আল্লাহর সাহায্যে বিজয়ী ও পুরষ্কৃত হতে চাই।

ইনশাআল্লাহ আমরা অ্যামেরিকানদের দুইটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো এখানে।
প্রশ্ন একঃ কেন আমরা অ্যামেরিকার বিরুদ্ধে লড়াই করছি?
প্রশ্ন দুইঃ আমরা আপনাদের কিসের দিকে আহবান করছি এবং আপনাদের থেকে আমরা কী চাই?

প্রথম প্রশ্ন, কেন আমরা অ্যামেরিকার বিরুদ্ধে লড়াই করছি, এই প্রশ্নের উত্তর খুবই সহজ।

১. কারণ আপনারা আমাদের আঘাত করেছেন, আঘাতের পর আঘাত করেই যাচ্ছেন।

ক. আপনারা আমাদের ফিলিস্তিনে আক্রমণ করেছেন।

ক.১ ৮০ বছরেরও বেশি সময় ধরে ফিলিস্তিন সশস্ত্র সেনাবহরের দখলদারিত্বে রয়েছে। আপনাদের সাহায্য বৃটেন এই ভুমি ইহুদীদের হাতে তুলে দিয়েছে। ইহুদীরা সেখানে গত ৫০ বছর ধরে নির্মমভাবে আগ্রাসান চালাচ্ছে। আপনাদের কারণে বছরের পর বছর ধরে সেখানে বৈষম্য, অপমান, অন্যায়, হুমকি, গুম, খুন, রক্তপাত ও ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাচ্ছে। ইসরায়েল প্রতিষ্ঠা ও তাদের রক্ষা করা ইতিহাসের অন্যতম জঘন্য অপরাধ, এই অপরাধে আপনারাও সমানভাবে অপরাধী। ইসরায়েলের প্রতি আমেরিকার অন্ধ সমর্থনের উদাহরণগুলো নিশ্চয় নতুন করে তুলে ধরার প্রয়োজন নেই। ইসরায়েল প্রতিষ্ঠা মত জঘন্য অপরাধ অবশ্যই শোধন করতে হবে। এই ঘৃণ্য অপরাধের সাথে যারা জড়িত, তাদের প্রত্যেককেই এর চড়া মূল্য দিতে হবে।

ক.২ এই পবিত্র ভুমিতে ইহুদীদের ঐতিহাসিক অধিকার প্রমাণের জন্য আপনারা সীমার চেয়েও নিচে নেমেছেন, বারবার মিথ্যাচার করেছেন। যেমনভাবে দাবী করেছেন তাওরাতে এই পবিত্র ভুমি তাদের দান করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। যারাই এটা অস্বীকার করবে তাদের অ্যান্টি-সেমেটিক (নূহ আঃ এর মুমিন তিন পুত্রের একজন সাম। মহা প্লাবনের পর তিনি আরব অঞ্চলে বাস করেন, তাঁর সন্তানাদীর থেকেই আরব, ইহুদীদের উৎপত্তি) বলে আখ্যায়িত করেছেন। এই দাবী ইতিহাসের সবচেয়ে ভ্রান্ত ও বানোয়াট দাবী। কেননা ফিলিস্তিনিরা বেশীরভাগই

খাঁটি আরব ও প্রকৃত সেমেটিক (নূহ আঃ এর সন্তান সাম এর বংশধর)। মুসলিমরাই মুসা আলাইহিসসালাম এর প্রকৃত উত্তরাধিকারী। মুসলিমরা সেই প্রকৃত ও অপরিবর্তিত তাওরাতে বিশ্বাসী যা মুসা আলাইহিসসালামের উপর নাযিল হয়েছিলো।

মুসলিমরা ইব্রাহীম আলাইহিসসালাম, মূসা আলাইহিসসালাম, ইসা আলাইহিসসালাম ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসসাল্লামসহ সকল নবী ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস রাখে (আলাইহুমুস সালাম)। যদি তাওরাতে মূসা আলাইহিসসালামের অনুসারীদের ফিলিস্তিন দান করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়ে থাকে তবে কোন সন্দেহ নেই যে মুসলিমরাই এর হকদার ও প্রকৃত উত্তরাধিকারী।

মুসলিমরা যখন ফিলিস্তিন বিজয় করেছিলো এবং সেখান থেকে রোমানদের বের করে দিয়েছিলো তখন ফিলিস্তিন ও জেরুজালেম ইসলামের কাছে ফিরে এসেছে। ইসলাম সকল নবী আলাইহুমুসসালামের ধর্ম, আমরা নবীদের (আলাইহুমুস সালাম) মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করিনা। তাই তাঁদের সকলের প্রতি সমানভাবে বিশ্বাসী জাতি মুসলিমদের এই পবিত্র ভুমির ঐতিহাসিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র আমরা কোনভাবেই মেনে নিতে পারিনা।

ক.৩ ফিলিস্তিন থেকে যে রক্ত ঝরছে তার সমান প্রতিশোধ নিতে হবে। আপনাদের অবশ্যই জানা প্রয়োজন যে ফিলিস্তিনিরা একা কাঁদে না; তাদের নারীরা একা বিধবা হয়না; তাদের ছেলেরা একা এতিম হয়না।

খ. আপনারা আমাদের সোমালিয়াতে আক্রমণ করেছেন। আপনারা চেচনিয়াতে আমাদের বিরুদ্ধে রাশিয়ার আগ্রাসনকে সমর্থন দিয়েছেন। কাশ্মীরে আমাদের বিরুদ্ধে ভারতের আগ্রাসনকে সমর্থন দিয়েছেন। লেবাননে আমাদের বিরুদ্ধে ইহুদীদের আগ্রাসনকে সমর্থন দিয়েছেন।

গ. আমাদের দেশে আপনাদের নিযুক্ত সরকার আপনাদের আদেশে প্রতিনিয়ত আমাদের উপর আক্রমণ করছে।

গ.১ এই সরকারগুলো আমাদের জনগণকে ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা করতে বাধা দিচ্ছে। পুলিশ ও বিভিন্ন বাহিনীকে আমাদের পেছনে লেলিয়ে দিয়েছে। মিডিয়াতে আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার ও অপপ্রচার করে যাচ্ছে জনসাধারণের মনে ভুল ধারণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে।
গ.২ এই সরকারগুলো বিনাকারণে মামলা-হামলা, জেল-জরিমানা, গুম-খুনের ভয় দেখিয়ে আমাদের জীবন কঠিন করে রেখেছে। আমাদের স্বাধীনতা হরণ করে রেখেছে, প্রতিবাদের রাস্তা খোলা রাখেনি।
গ.৩ এই সরকারগুলো আমাদের সম্পদ (খনিজ, তেল, অর্থ) চুরি করে সেগুলো আপনাদের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে।
গ.৪ এই সরকারগুলো ইহুদীদের কাছে নিজেদের সঁপে দিয়েছে। আমাদের জনগনের ছিন্নভিন্ন দেহের উপর প্রতিষ্ঠিত তাদের রাষ্ট্রব্যবস্থাগুলো ফিলিস্তিনের অধিকাংশ ভুমি ইহুদীদের হাতে তুলে দিয়েছে।
গ.৫ আমরা শেষপর্যন্ত বাধ্য হয়েছি এই সরকারগুলোকে উৎখাত করতে, আমাদের স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য এটিই একমাত্র পথ। ফিলিস্তিন পুনরুদ্ধার ও ইসলামী আইনকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য এটিই একমাত্র পথ। এইসব স্বজাতির সাথে গাদ্দারী করা সরকারগুলোর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই কোন অংশেই আপনাদের সাথে লড়াই থেকে আলাদা নয়।

ঘ. আপনারা আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার ভয়, রিজার্ভের মনগড়া নীতি ও সামরিক প্রভাব খাটিয়ে আমাদের দেশগুলো থেকে পানির দামে তেল লুট করে নিয়ে যাচ্ছেন। এই লুটতরাজ পৃথিবীর ইতিহাসে মানবজাতির দেখা সবচেয়ে বড় লুটতরাজ।

ঙ. আপনাদের সেনারা আমাদের দেশগুলো দখল করে রেখেছে। শান্তি রক্ষার নামে এই বর্বর সেনাদের বিভিন্নস্থানে ছড়িয়ে রেখেছেন। ইহুদীদের রক্ষা করার দোহাই দিয়ে আপনারা আমাদের ভুমিকে দুষিত করেছেন, আমাদের পবিত্রস্থানগুলোকে অবরোধ করে রেখেছেন যেন অবাধে সম্পদ চুরি চালিয়ে যেতে পারেন।

চ. আপনারা ইরাকে আমাদের ক্ষুধার্থ রেখে কষ্ট দিয়েছেন। প্রতিনিয়ত আমাদের শিশুরা ক্ষুধার জ্বালায় মারা যাচ্ছে। আপনাদের ডেকে আনা যুদ্ধে ১৫ লক্ষ মুসলিম শিশুর মৃত্যুতে আপনারা নীরব ছিলেন, অথচ আপনাদের মাত্র তিন হাজার মানুষের মৃত্যুতে পুরো পৃথিবী যেন নড়ে উঠেছে।

জ. ইহুদীদের "জেরুজালেম তাদের চিরন্তন রাজধানী" এমন ভ্রান্ত দাবীর পক্ষে আপনারা সমর্থন দিয়েছেন। সেখানে আপনাদের দূতাবাস স্থাপনে রাজী হয়েছেন। আপনাদের সমর্থনে ইসরায়েল আমাদের পবিত্র মসজিদ আল-আকসা ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করেছে। আপনাদের সশস্ত্র পাহারায় শ্যারন (এরিয়েল শ্যারন, সাবেক প্রধাণমন্ত্রী, ইসরায়েল, ২০০১-২০০৬) আল-আকসা ধ্বংস করার নীলনকশা নিয়ে এর ভেতর প্রবেশ করেছিলো।

২. এসব বিপর্যয় আমাদের উপর আপনাদের চালিয়ে যাওয়া অসংখ্য জুলুমের কয়েকটি উদাহরণ মাত্র। আমাদের ধর্ম, এমনকি সাধারণ মানবিক বিবেকবোধের দাবী যে এসব অন্যায় ও জুলুমের পাল্টা জবার দেওয়ার অধিকার আমাদের আছে। আমাদের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক জিহাদ, প্রতিরোধ ও প্রতিশোধের অপেক্ষা করুন। অর্ধশতাব্দী ধরে আমাদের উপর চালানো গনহত্যার পরেও আমেরিকা শান্তিতে ও নিরাপদে বাস করবে এমনটা আশা করা বোকামি ছাড়া কিছুই নয়।

৩. আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন যে অ্যামেরিকার বেসামরিক নাগরিকদের আক্রমণের লক্ষবস্ত্য বানানো অন্যায়, অমানবিক নয় কি? আপনাদের মনে হতে পারে যে অ্যামেরিকার বেসামরিক নাগরিকরা তো কোন অপরাধ করেনি, তবে তারা কেন অ্যামেরিকার প্রশাসক ও সরকারের অপকর্মের দায়ভার নেবে?

ক. এমন ধারণা এটা প্রকাশ করে যে অ্যামেরিকায় তাদের নিজ নাগরিকরাই স্বাধীন নয় (কেননা তাদের সরকার এমন কিছু করছে যা তার জনগন চায়না)। অতএব যেহেতু অ্যামেরিকানদের বিশ্বাস যে অ্যামেরিকা একটি সম্পূর্ন স্বাধীন দেশ তাই অ্যামেরিকার নাগরিকরা সজ্ঞানে ও স্বাধীনভাবে তাদের সরকার নির্বাচন করেছে। এভাবে অ্যামেরিকার নাগরিকরা পরোক্ষভাবে ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি নিপীড়ন, ভুমি দখল, ক্রমাগত হত্যা, গুম, শাস্তি ও ধ্বংস, ফিলিস্তিন থেকে এর অধিবাসীদের বহিস্কারের মত ন্যাক্কারজনক কাজে সমর্থন দিয়েছে। অথচ অ্যামেরিকানদের সুযোগ রয়েছে যে তারা তাদের সরকারের কার্যক্রম সম্পূর্ন বর্জন করতে পারে, এমনকি তারা চাইলে সরকার পরিবর্তনও করতে পারে।

খ. অ্যামেরিকানরা তাদের সরকারকে ট্যাক্স দেয়। এই ট্যাক্সের টাকায় কেনা বোমা বর্ষণকারী যুদ্ধবিমান ও ট্যাংকগুলো আফগানিস্তানে, ফিলিস্তিনে আমাদের ঘরবাড়িগুলো ধ্বংস করে দিচ্ছে। এগুলো আরব উপসাগরে আমাদের জমি দখল করছে, নৌবহর মোতায়েন করছে। এই ট্যাক্সেরই একটা বড় অংশ ইসরায়েলকে দেওয়া হচ্ছে "পাশে থাকা"র নাম করে, যেন তারা আমাদের আক্রমণ চালিয়ে যেতে পারে। সুতরাং অ্যামেরিকার জনগনই আমাদের বিরুদ্ধে হামলার অর্থায়ন করছে এবং তারাই তাদের নির্বাচিত সরকারের মাধ্যমে এই যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে।

গ. এছাড়াও আমেরিকান সেনাবাহিনী আমেরিকান জনগণের অংশ। এই একই লোকেরা নির্লজ্জভাবে ইহুদিদের আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সহায়তা করছে।

ঘ. অ্যামেরিকান জনগণই তাদের সেনাবাহিনীদের নারী ও পুরুষদের নিয়োগ করছে, এরাই তো আমাদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে।

ঙ. এসব কারণে আমাদের বিরুদ্ধে অ্যামেরিকা ও ইসরায়েলের আগ্রাসনগুলোর জন্য অ্যামেরিকার বেসামরিক জনগন কোনভাবে দায় এড়াতে পারেনা।

চ. মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ প্রতিশোধ নেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। সুতরাং যদি আমাদের উপর আক্রমণ করা হয় তবে আমাদের আত্মরক্ষার জন্য পাল্টা আক্রমণের অধিকার রয়েছে। যারা আমাদের গ্রাম ও শহরগুলো ধ্বংস করেছে, আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তাদের গ্রাম ও শহরগুলো ধ্বংস করার অধিকার আমাদের রয়েছে। যারা আমাদের সম্পদ চুরি করেছে, নিজেদের জীবন বাঁচাতে তাদের অর্থনীতি ধ্বংসের অধিকার আমাদের রয়েছে। যারা আমাদের নিরীহ শিশুদের ক্ষুধার্থ অবস্থায় ড্রোন ও বোমা মেরে হত্যা করেছে, নারীদের ধর্ষণ করেছে, বেসামরিক মানুষদের হত্যা করেছে, শাস্তিস্বরুপ তাদের পাল্টা হত্যা করার অধিকার আমাদের আছে।

অ্যামেরিকার সরকার ও গনমাধ্যম এখনো এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চায়না যে কেন আমরা নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটনে হামলা করেছি। বুশের চোখে যদি শ্যারন শান্তিপ্রিয় মানুষ হয়ে থাকে তবে আমরা আরও শান্তিপ্রিয় মানুষ। অ্যামেরিকা ভদ্রতা ও নীতির ভাষা বোঝেনা। তাই তারা যে ভাষা বোঝে, আমরা সেই ভাষাতেই তাকে সম্মোধন করছি।

প্রশ্ন দুইঃ আমরা আপনাদের কিসের দিকে আহবান করছি এবং আমরা আপনাদের থেকে কী চাই?

১. প্রথমত আমরা আপনাদের ইসলামের দিকে আহবান করছি।

ক. আল্লাহর একত্ববাদ, তাঁর সাথে অন্য কাওকে অংশীদার করা হতে মুক্ত একমাত্র ধর্ম ইসলামের দিকে। তাঁর পূর্ণ ভালোবাসা ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতিপ্রাপ্ত ধর্ম ইসলাম। তাঁর আদেশ ও নিষেধের প্রতি নিজেকে সঁপে দেওয়ার ধর্ম ইসলাম। আল্লাহ তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসসাল্লাম এর উপর নাযিলকৃত ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক সকল ব্যক্তিগত মতামত, তত্ত্ব ও বিকৃত ধর্মকে বাতিল করেছেন। ইসলাম সকল নবীদের ধর্ম, ইসলাম নবীদের মাঝে কোন পার্থক্য করেনা। (আলাইহুমুস সালাম)।

আমরা আপনাদের সেই ধর্মের প্রতি আহবান করছি যা পূর্বের সকল ধর্মের সত্যায়নকারী, সীলমোহর। এটি আল্লাহর একেশ্বরবাদের ধর্ম। আন্তরিকতা, সর্বোত্তম-আচরণ, ন্যায়পরায়ণতা, করুণা ও সম্মান, পবিত্রতা ও আল্লাহর কাছে জবাবদিহীতার ধর্ম। অন্যের প্রতি দয়া দেখানো, তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা, তাদের অধিকার প্রদান করা, নির্যাতিতদের রক্ষা করার ধর্ম। হাত, জিহবা ও অন্তর দিয়ে ভালো কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার ধর্ম। এটা আল্লাহর পথে জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহর আইন দ্বারা মানবজাতির জন্য ন্যায় ও আদালত প্রতিষ্ঠার ধর্ম। এই ধর্ম আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে ঐক্যের ধর্ম, যেখানে বর্ণ, লিঙ্গ বা ভাষা নির্বিশেষে সকলেই সমান।

খ. সেই ধর্মের দিকে আপনাদের আহবান করছি যে ধর্মের পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআন সংরক্ষিত ও অপরিবর্তিত থাকবে, এমনকি এর পূর্বের অন্য গ্রন্থগুলো বিকৃত হয়ে গেলেও। কোরআন পৃথিবীর শেষদিন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় মিরাকল। আল্লাহ যে কাওকে কোরআনের মত একটি গ্রন্থ বা এর মত দশটি আয়াত বানিয়ে নিয়ে আসার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন (এবং এই চ্যালেঞ্জ এখনো আমন্ত্রিত)।

২. দ্বিতীয়ত আমরা আপনাদের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা মিথ্যাচার, অনৈতিকতা ও অশ্লীলতা বন্ধের আহবান জানাচ্ছি।

ক. আমরা আপনাদের ব্যভিচার, সমকামিতা, নেশাজাতীয় দ্রব্য, জুয়া ও সুদের অনৈতিকতা থেকে সুন্দর আচরণ, নৈতিকতা, সম্মান ও বিশুদ্ধ মানুষ হওয়ার দিকে ফিরে আসার আহবান করছি।

খ. আপনাদের এটা বলতে আমাদের কষ্ট হচ্ছে যে, আপনারা মানবজাতির ইতিহাসের সবচেয়ে জঘন্য সভ্যতা ধারণ করছেন;

খ.১ আপনারা এক আল্লাহর নির্ধারিত আইন দ্বারা বিশ্ব শাসন না করে বরং নিজেদের খেয়ালখুশিমত আইন তৈরি করে নিয়েছেন। আপনারা নীতি থেকে ধর্মকে আলাদা করেছেন। আপনারা আপনাদের সামনে থাকা বিব্রতকর প্রশ্নগুলো থেকে পালিয়ে যান, উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেন না। একবার ভাবুন তো; আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করলেন, মানুষকে সমস্ত প্রাণী ও ভুমির উপর ক্ষমতা দিলেন, জীবনের সব সুযোগ-সুবিধা দিলেন অথচ মানুষ কিভাবে তাদের জীবন পরিচালনা করবে এমন আদেশ-নিষেধ ও আইন তিনি আমাদের জন্য পাঠালেন না, এটা কি যুক্তসঙ্গত? (অথচ আপনারা আল্লাহ প্রদত্ত্ব আইন বর্জন করে নিজেদের আইন বানিয়ে নিয়েছেন)

খ.২ আপনারা সুদের অনুমোদন দিয়েছেন, অথচ সকল ধর্মই সুদকে নিষিদ্ধ করেছে। আপনারা সুদের উপর আপনাদের ও আপনাদের অনুগত রাষ্ট্রগুলোর অর্থনীতি ও বিনিয়োগ গড়ে তুলেছেন। এর ফলে ইহুদীরা বিভিন্ন রুপ ও ছদ্মবেশে আপনাদের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করছে। অর্থের প্রভাবে তারা মিডিয়াও নিয়ন্ত্রণ করছে, আপনাদের জীবনের সমস্ত দিক তারা নিয়ন্ত্রণ করছে। আপনারা বুঝতেও পারছেন না যে তারা আপনাদেরকে তাদের দাস বানিয়ে আপনাদেরই টাকায় তাদের লক্ষ অর্জনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অথচ বেঞ্জামিন ফ্র্যাংকলিন আপনাদের সতর্ক করেছিলো, আপনারা তা প্রত্যাখান করেছেন। (বেঞ্জামিন ফ্র্যাংকলিন অ্যামেরিকার প্রতিষ্ঠাতাদের একজন, যিনি সতর্ক করেছিলেন যে আমেরিকায় ইহুদীদের প্রভাব বৃদ্ধি হওয়াটা অ্যামেরিকার জন্য বিপদ্দজনক। ইতিহাসে এটিকে Franklin Prophecy নামে অভিহিত করা হয়।)

খ.৩ আপনারা মাদকের উৎপাদন, ব্যবসা ও ব্যবহারের অনুমতির মাধ্যমে সমাজ নষ্ট করছেন। এমনকি আপনাদের জাতিই এই মাদকের সবচেয়ে বড় ভোক্তা।

খ.৪ আপনারা ব্যক্তিস্বাধীনতার মুখোশে অনৈতিকতা ও অশ্লীলতাকে অনুমোদন করেছেন। এমনকি আপনারা ব্যভিচার ও অজাচারের মত জঘন্যতম অপরাধগুলোকে এমনভাবে গ্রহণ করেছেন যে আপনাদের বিবেক কিংবা আপনাদের আইন, কোনটাই এখন আর এতে বাঁধা দেয়না।

ওভাল অফিসে আপনাদের প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের অনৈতিকতার ঘটনাগুলো কি ভুলে গেছেন? ঐ ঘটনার প্রেক্ষিতে আপনারা তাকে জবাবদিহীতাও করেননি, তিনি যে ভুল করেছেন তা স্বীকারও করেন নি। কোনরুপ আইনের প্রয়োগ বা শাস্তি ছাড়াই সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে গেছে। আপনারা কি এরকম ঘৃণ্য একটি কাজের জন্য ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকতে চাইবেন?
(Clinton–Lewinsky স্ক্যান্ডাল নামে বহুল আলোচিত একটি ঘটনা। প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন সময়ে হোয়াইট হাউসের ইন্টার্ণ মনিকা লুইন্সকির সাথে অবৈধ সম্পর্ক, নিজের স্ত্রীর সাথে প্রতারণা ও ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে ধামাচাপা দেওয়ার অপচেষ্টা করেছিলেন বিল ক্লিনটন)

খ.৫ আপনারা জুয়ার অনুমোদন দিয়েছেন, ব্যপকভাবে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আপনাদের কোম্পানিগুলো জুয়ার চর্চাও করছে, যার ফলে এগুলোতে বিনিয়োগ বেড়ে গেছে আর অপরাধীরা দ্রুত ধনী হচ্ছে।

খ.৬ আপনারা বিজ্ঞাপনে পণ্যের মত নারীদের ব্যবহার করে অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শুধুমাত্র আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রী, দর্শনার্থী ও অপরিচিতদের সেবার জন্য নারীদের ব্যবহার করেন। আপনারা প্রকাশ্যে নারী স্বাধীনতার বুলি আওড়াতে গিয়ে মুখে ফেনা তুলে ফেলেন অথচ নারীদের প্রকৃত সম্মান করতে জানেন না, আড়ালে নারীরা আপনাদের হাতে নিরাপদ থাকতে পারেনা।

খ.৭ আপনারা প্রকাশ্যে (পতিতালয়) ও গোপনে (পর্নগ্রাফী) যৌনতাকে অর্থ উপার্জনের পথ হিসেবে বেছে নিয়েছেন। শিল্প, বিনোদন, পর্যটন কিংবা স্বাধীনতা ইত্যাদি নানা নামের আড়ালে আপনারা যৌনতাকে ব্যবহার করেন।

খ.৮ এসব কারণে ইতিহাসে আপনাদের মাধ্যমেই অনেক অজ্ঞাতরোগ ছড়িয়েছে। এভাবেই কি আপনারা এইডসের অগ্রগামী রোগী হিসেবে সারাবিশ্বের কাছে গর্বিত হতে চান?

খ.৯ ইতিহাসের যেকোন সময়ের চাইতে আপনারা অনেক বেশি শিল্প বর্জ্য ও ক্ষতিকর গ্যাস দিয়ে প্রকৃতিকে ধ্বংস করছেন। এরপরেও আপনারা কিয়োটা চুক্তিতে সাক্ষর করেননি, কারণ এতে আপনার দেশের লোভী কোম্পানিগুলোর স্বার্থ রক্ষা হবেনা। (১৯৯৭ সালে জাপানের কিয়োটায় গ্রিনহাউস গ্যাস নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়)

খ.১০ আপনাদের আইন শুধুমাত্র ধনীদের আইন, যারা তাদের পছন্দমত প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণার জন্য টাকা ঢালতে থাকে এবং নিজদের পছন্দমত শাসক নির্ধারণ করে। এখানে "জনগনের মতামত" একটা ধোকা মাত্র। এই টাকাওয়ালা ইহুদীরা টাকা বিনিয়োগ করে আপনাদের শাসক নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণ করছে।

খ.১১ মানবজাতির ইতিহাসে আপনারা সবচেয়ে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো জাতি হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। নীতি বা মূল্যবোধ রক্ষার জন্য নয়, শুধুমাত্র সম্পদ লুট করার তাড়াহুড়োতে আপনারা জাপানের উপর পারমাণবিক বোমা ফেলেছিলেন অথচ জাপান যুদ্ধ সমাপ্তির ব্যাপারে আলোচনা করতে প্রস্তুত ছিলো। আপনারা নিজেদের স্বাধীনতা ও শান্তির ধারকবাহক দাবী করেন অথচ কত নিরীহ মানুষের রক্ত লেগে আছে আপনাদের হাতে!

খ.১২ আপনাদের ভন্ডামির সবচেয়ে বড়টি হলো আপনাদের দুটো চেহারা। একটি চেহারা পৃথিবীকে দেখানোর জন্য, আরেকটা হচ্ছে আপনাদের আসল চেহারা যেটা আপনাদের কাজের মাধ্যমে বেরিয়ে আসে।

খ.১২.১ আপনারা যে স্বাধীনতা ও গনতন্ত্রের ডাক দিচ্ছেন তা কেবল শুধুমাত্র শেতাঙ্গদের জন্য। আর পুরো বিশ্বের জন্য এটি হচ্ছে ধ্বংসাত্মক নীতি ও দানবীয় 'অ্যামেরিকার বন্ধু সরকার' এর জুলুমের অপর নাম। এত কিছুর পরেও আপনারা তাদের গনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে বাধা দিচ্ছেন। যখন আলজেরিয়ার ইসলামী দল গনতন্ত্র চর্চার মাধ্যমে নির্বাচনে জয়লাভ করেছিলো তখন আপনারা আলজেরিয়ার সেনাবাহিনীতে থাকা আপনাদের দালালদের মাধ্যমে সেনা অভ্যুত্থান ঘটিয়েছেন, ট্যাংক ও বন্দুক দিয়ে নিরস্ত্র মানুষদের উপর আক্রমণ করিয়েছেন, তাদের বন্দী করিয়েছেন, নির্যাতন করিয়েছেন, সরকার গঠন পর্যন্ত করতে দেননি। এটি ছিলো (ইসলামী দলগুলোর জন্য) 'আমেরিকানদের গনতন্ত্রের বই'

থেকে পাওয়া সবচেয়ে বড় শিক্ষা। (উল্লেখ্য যে ২০১৩ সালে মিশরের ইসলামী রাজনৈতিক দল মুসলিম ব্রাদারহুড বা ইখওয়ানুল মুসলিমিন গনতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিজয় হয়েছিলো, কিন্তু মিশরের সেনাবাহিনী কোনরূপ কারণ ছাড়াই সেনা অভ্যুত্থান ঘটায় এবং মোহাম্মাদ মুরসীর পতন করে। বাংলাদেশের ইসলামী দলগুলো যদি নির্বাচনে জয় লাভ করে তবে পরিণতি কী হবে তা স্পষ্ট। মুমিনরা একই গর্তে দুইবার দংশিত হয়না।)

খ.১২.২ বিশ্ব শান্তি নিশ্চিতকরণের দোহাই দিয়ে আপনারা খেয়ালখুশিমত অনেক দেশ থেকে জোরপূর্বক অস্ত্র অপসারণের নীতিমালা আরোপ করেছেন। অথচ ইসরায়েলসহ এমন কিছু মিত্রদের ব্যাপারে আপনাদের চেহারা উল্টো। তাদের 'কথিত আত্মরক্ষা'র আপনারা এসব মরণঘাতি অস্ত্র রাখার পক্ষে জোরদার আরোপ করেছেন। আপনাদের পছন্দ নয় এমন দেশগুলো একই অস্ত্র রাখলে তাদের অপরাধী বলেন, সামরিক ব্যবস্থা নেন।

খ.১২.৩ আপনারা নিজেরাই আন্তর্জাতিক আইনের তোয়াক্কা না করে নিজেদের খেয়ালখুশিমত কাজ করে যান অথচ আপনারাই বলেন যে কেউ আন্তর্জাতিক আইন লংঘন করবে তাদের আপনারা শাস্তি দিবেন। এটা কেমন দ্বৈততা? ইসরায়েল গত ৫০ বছর ধরে জাতিসংঘের প্রস্তাব ও নীতিমালাগুলোকে প্রত্যাখান করে আসছে আর আপনারা তাদেরই সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন।

খ.১২.৪ আপনারা অন্য দেশের যুদ্ধাপরাধদের ব্যাপারে সোচ্চার, তাদের শাস্তি দেওয়ার দায়িত্ব নিজেই নিয়েছেন। অথচ আপনারাই হলেন প্রকৃত যুদ্ধাপরাধী। ইতিহাস কখনোই মুসলিম ও বিশ্বের সাথে আপনাদের যুদ্ধাপরাধের কথা ভুলবেনা। জাপান, আফগানিস্তান, সোমালিয়া, লেবানন ইরাকসহ বিশ্বের যেখানে যাদেরকে আপনারা হত্যা করেছেন তাদের চরম ঘৃণা থেকে আপনাদের মুক্তি নেই। আফগানিস্তানে আপনাদের এ পর্যন্ত সর্বশেষ যুদ্ধাপরাধটি মনে করিয়ে দিতে চাই, ঘনবসতিপূর্ণ নিরীহ বেসামরিক গ্রামগুলোকে ধ্বংস করেছেন, মসজিদে নামাজরত মানুষদের উপর বোমা নিক্ষেপ করেছেন। আপনারাই তো কুন্দুজ ত্যাগের সময় মুজাহিদদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করেছেন। তাদের দুর্গে বোমা ফেলেছিলেন, শ্বাসরোধ করে হাজারেরও বেশি বন্দিকে হত্যা করেছিলেন। আপনাদের ও আপনাদের দালালদের হাতে কত মানুষ মারা গেছে তা কেবল আল্লাহই জানেন। আপনাদের বোমারু বিমানগুলো আকাশে উড়ে উড়ে নিরীহ রক্ত খুঁজে বেড়ায়।

খ.১২.৫ আপনারা মিডিয়াতে নিজেদের মানবাধিকারের ব্যাপারে অগ্রগামী বলে দাবী করেন, প্রতিবছর আপনাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী দেশের তালিকা প্রকাশ করে। অথচ মুজাহিদরা যখন আপনাদের আঘাত করলো তখন আপনারা এতদিন যাদের 'অমানবিক দেশ' বলে আখ্যায়িত করতেন সেসব সরকারের মতই কোনরূপ প্রমাণ ও ভিত্তি ছাড়াই অ্যামেরিকার হাজার হাজার সাধারণ মুসলিমদের গ্রেফতার করেছিলেন। কোন কারণ ছাড়াই তাদের আটকে রেখেছিলেন, তাদের নাম পর্যন্ত প্রকাশ করেন নি। আপনারা আপনাদের স্বার্থে মানবাধিকারের নতুন সঙ্গা বানিয়েছেন।

গুয়াতানামোতে যা ঘটে তা অ্যামেরিকার জন্য ঐতিহাসিক বিব্রতকর পরিস্থিতি। এই ঘটনাগুলো আপনাদের ভন্ডামির দিকে আঙ্গুল তুলে চিৎকার করে বলছে "(মানবাধিকারের) চুক্তিতে আপনাদের সাক্ষরের কোন মূল্য আছে কি?"

৩. তৃতীয়ত যে বিষয়ের দিকে আমরা আপনাদের আহবান করছি তা হলো নিজের সাথে সৎ থাকা। যদিওবা আমার ভয় হচ্ছে যে, নিজেকে একটা শিষ্টাচারহীন, নীতিহীন জাতির অংশ হিসেবে আবিষ্কার করার পর আপনি নিজের সাথে কতটুকু সৎ থাকবেন।

৪. আমরা আরও আহবান করছি যে আপনারা ইসরায়েলকে সমর্থন করা বন্ধ করুন। কাশ্মীরে ভারতকে, চেচনিয়াতে রাশিয়াকে, দক্ষিণ ফিলিপাইনে ম্যানিলা সরকারকে সমর্থন করা বন্ধ করুন এবং আপনাদের সরকারের সমর্থন তুলে নিতে বাধ্য করুন।

৫. আমরা আপনাদের লাগেজ গুছিয়ে আমাদের ভুমিগুলো থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সুপরামর্শ দিচ্ছি। আমরা আপনাদের মঙ্গল কামনা করি, হিদায়াত কামনা করি এবং সঠিক ধর্মে ফিরে আসার দোয়া করি। তাই দয়া করে কফিনে সের্ফ মালামাল হিসেবে আপনাদের লাশ নিজ দেশে ফেরত পাঠাতে আমাদের বাধ্য করবেন না।

৬. আমরা আমাদের দেশের দুর্নীতিগ্রস্থ নেতাদের প্রতি সমর্থন বন্ধ করার আহবান জানাচ্ছি। আমাদের রাজনীতি ও শিক্ষাপদ্ধতিতে হস্তক্ষেপ করবেন না। আমাদের একা ছেড়ে দিন, নয়তো ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্কেও আমাদের দেখতে পাবেন।

৭. আমরা আপনাদের দুমুখো নীতি, চুরি, লুটপাট ও দখলদারিত্বের নীতি পরিবর্তন করে পারষ্পরিক সুবিধা ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক বা লেনদেনের প্রতি আহবান জানাচ্ছি। ইহুদীদের সমর্থন করার গোঁড়া নীতি পরিত্যাগ করার আহবান জানাচ্ছি কেননা ইহুদীদের সমর্থনের মাধ্যমে আপনাদের আরও বিপর্যয় নেমে আসবে।

আপনারা যদি এইসকল শর্ত ও আহবানে সাড়া দিতে অস্বীকার করেন তবে মুসলিম জাতির সাথে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হোন। মুসলিমরা এক আল্লাহ-তে বিশ্বাসী, আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা রাখে এবং তাঁকে ছাড়া কাওকে ভয় করেনা। যে জাতিকে কোরআনে এভাবে সম্মোধন করা হয়েছে যে *"তোমরা কি তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না; যারা চুক্তি ভঙ্গ করেছে এবং রসূলকে বহিস্কারের ষড়যন্ত্র করেছে? আর এরাই তো প্রথম তোমাদের সাথে বিবাদ শুরু করেছে। তোমরা কি তাদের ভয় করো? অথচ মুমিনদের ভয়ের অধিকতর যোগ্য হলেন আল্লাহ। যুদ্ধ করো তাদের সাথে, আল্লাহ তোমাদের হাতে তাদের শাস্তি দেবেন। তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবে। মুমিনদের অন্তরের অস্থিরতা দুর করবেন, তাদের মনের ক্ষোভ দুর করবেন। আর আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাশীল হবেন, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" (সূরা তাওবাহ, ১৩-১৫)*

সম্মান ও সম্মানের জাতিঃ

"...কিন্তু সম্মান, ক্ষমতা ও গৌরব আল্লাহর, তাঁর রাসুল এবং মুমিনদের জন্য।" (সূরা মুনাফিকুন, ৮)

"আর তোমরা নিরাশ হইওনা ও বিষন্ন হইওনা এবং যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তাহলে তোমরাই বিজয়ী হবে।" (সূরা আলে ইমরান, ১৩৯)

শাহাদাতের কামনা ধারণকারী জাতিঃ

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনও মৃত মনে করোনা; বরং তারা জীবিত, তারা তাদের প্রতিপালন হতে রিযিকপ্রাপ্ত হয়। আল্লাহ তাদেরকে অনুগ্রহ করে যা দান করেছেন তাতেই তারা পরিতুষ্ট; এবং তাদের ভাইয়েরা যারা এখনো তাদের সাথে সম্মিলিত (শহীদ) হয়নি তাদের এই অবস্থার প্রতিও তারা সন্তুষ্ট হয় যে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবেনা। তারা আল্লাহর নিকট হতে অনুগ্রহ ও নিয়ামত পেয়ে আনন্দিত হয়; আর এ জন্য যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের প্রতিদান নষ্ট করবেন না।" (সূরা আলে ইমরান, ১৬৯-১৭১)

বিজয় ও সফলতার প্রতিশ্রুতিপ্রাপ্ত জাতিঃ

"তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত এবং সত্য দীনসহ সকল দীনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দানের জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।" (সূরা আস সফ, ৯)

"আল্লাহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, 'নিশ্চয়ই আমি এবং আমার রাসূল বিজয়ী হবো'। আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।" (সূরা আল মুজাদিলা, ২১)

এই মুসলিম জাতি আপনাদের পূর্বেও ফাসাদসৃষ্টিকারী বড় বড় শক্তিশালী রাষ্ট্রকে মানচিত্র থেকে মুছে দিয়েছে। এই জাতি আপনাদের আক্রমণগুলো প্রত্যাখান করছে, আপনাদের ভেতরে থেকে শয়তানিকে মুছে দিতে চায়। এই জাতি আপনাদের সাথে লড়াই করতে প্রস্তুত। আপনারা জেনে রাখুন যে আপনাদের সাময়িক মিথ্যা দম্ভ ও অহংকারের এক পয়সার দাম নেই মুসলিম জাতির কাছে।

অ্যামেরিকানরা যদি আমাদের পরামর্শ, আমাদের শুভকামনা, আমাদের উপদেশগুলো গ্রহণ না করে তবে এই কথাটি মাথায় ভালোভাবে ঢুকিয়ে নিন যে, বুশের শুরু করা এই ক্রুসেডে আপনারা বরাবরই মতই হারবেন। পূর্বের সকল ক্রুসেডের মত এবারও আপনারা চরমভাবে অপদস্থ হবেন। মুজাহিদরা নীরবে আপনার ঘরের দিকে এগিয়ে যাবে। অ্যামেরিকানরা আমাদের আহবানে সাড়া না দিলে তাদের পরিণতিও সোভিয়েত ইউনিয়নের মত হবে, ইতিমধ্যেই তারা আফগানিস্তান থেকে পালিয়ে গিয়েছে। তারা ফিরে গিয়ে নিজের জাতিকে উপহার দিয়েছে সামরিক পরাজয়, রাজনৈতিক ভাঙ্গন, আদর্শিক পতন, টুকরো টুকরো মানচিত্র, অর্থনৈতিক দেউলিয়াত্ব আর নিজেদের দেশের নাগরিকদের সমর্থন হারানোর লজ্জা।

এটি অ্যামেরিকানদের প্রতি আমাদের বার্তা, তাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর। তারা কি এখন জানে আমরা কেন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি? কোন জাহালিয়াতের বিরুদ্ধে আল্লাহর হুকুমে আমরা বিজয়ী হবো? (নিশ্চয় জানে)